দৈনিক জনকণ্ঠ

JUN 22 2002

দনিয়া কলেজ পরিস্থিতি তদন্তের আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জনকণ্ঠে গত শনিবার প্রকাশিত "ডেমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আওয়ামী সমর্থক শিক্ষকদের বিতাড়নের প্রক্রিয়া চলছে" শীর্ষক খবরের প্রতিবাদে দনিয়া কলেজের উপাধ্যক্ষ যা বলেছেন তার প্রতিবাদ করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ মুহাম্মদ সাহাদত হোসাইন রানা। কলেজের বর্তমান পরিস্থিতি গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তের মাধ্যমে অবহিত হওয়ার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

শুক্রবার অধ্যক্ষ রানা এক প্রতিবাদপত্রে জানিয়েছেন যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কলেজে অনুপস্থিত নন। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর অফিসকক্ষে তালা ঝুলিয়েই দেয়া হয়নি, ফোনে প্রতিনিয়ত কে বা কারা হুমকি দিয়ে চলছে যেন, তিনি কলেজে যেন না যান। কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করার পরও তাঁকে স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করতে দেয়া হচ্ছে না তিনি যেন স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে ইস্তফা দেন সে জন্য তাঁকে চাপ, হুমকি ও বেকায়দায় ফেলতে নানা রকমের ফন্দিফিকিরের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন।

তাঁর অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের জবাবে জনাব রানা প্রশ্ন করেছেন, আমি দুর্নীতিবাজ হলে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে আমাকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিতে নানা চাপ ও হুমকি দেয়া হচ্ছে কেন? দুর্নীতিবাজ হলে অধ্যক্ষের কক্ষে তালা লাগানোর পর গত ৪ মাসেও কর্তৃপক্ষ কেন ব্যবস্থা নেয়নি?

জনাব রানা বলেন, প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে গত '৯৯ সালে অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাঁর সততা, নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে মাত্র আড়াই বছরে কলেজের তহবিল ৩২ লাখ টাকা থেকে ২ কোটি ৫০ লাখ টাকায় পৌঁছেছে, নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে, বিশাল ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়েছে, গ্যাস, বিদ্যুত ও পানি সরবরাহ হয়েছে, বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় পর পর দু'বছর কলেজের ছাত্র স্ট্যান্ড করেছে।

জনাব রানা বলেন, উপাধ্যক্ষ নিজেই স্বীকার করেছেন, "তিনি (জনাব রানা) অধ্যক্ষের চেয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে বেশি জড়িত।" কিন্তু অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী সবাই জানেন যে, অধ্যক্ষ কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত নন।